সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী ৩

আনাস ইবনে মালিক-আল-আনসারী (রা:)।

সম্মানিত উপস্থিতি! আজকে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্ট খাদেম আনাস ইবনে মালেক আল আনসারী (রা:)-এর জীবনী নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ্!

আনাস ইবনে মালেক।।

ফুটন্ত গোলাপের মতই নিষ্পাপ এক ছোট্ট বালক। ছোটবেলাতেই তাঁর মা তাকে শিখিয়েছিল, কালিমাতুশ শাহাদাহ্। তাঁর কোমল হৃদয়কে পূর্ণ করে দিয়েছিল। প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসায়। ছোট্ট আনাস প্রিয় রাসূলের গল্প শুনতে শুনতে, রাসূলের ভালবাসায় পাগলপারা হয়ে গিয়েছিলেন। সব সময় ভাবত,হায়! আমি যদি মক্কায় ছুটে যেতে পারতাম! প্রিয় রসূলের চেহারাখানি একবার দেখতে পারতাম! অথবা তিনি যদি ইয়াস্রিবে চলে আসতেন আমাকে একবার সাক্ষাতের সুযোগ করে দিতেন!

তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই মদিনায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথী আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। এই সংবাদ শোনার পরেই মদিনার প্রতিটি ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে যেতে লাগলো। প্রতিটি হৃদয় আনন্দে মেতে উঠল। সবাই ব্যাকুল হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ পানে তাকিয়ে রইল। এরপর প্রতিদিনই শিশু, বালকেরা হে-চৈ করে গুজব ছড়াতো যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়েছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এসে পড়েছে।একথা শুনা মাত্রই ছোট্ট আনাসও শিশু, বালকদের সাথে বেরিয়ে যেত। কিন্তু কাউকে না পেয়ে চিন্তিত ও বিষণ্ন মনে আবারও ঘরে ফিরে আসতো।

কোন এক আলোকিত সকালে মদিনার বড় বড় পুরুষ লোকেরা সুউচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে লাগল যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাথী মদিনার কাছাকাছি চলে এসেছেন।এই কথা শোনা মাত্রই মদিনার পুরুষেরা দলে দলে বের হয়ে গেল। রাসূল (সাঃ)-কে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য। ছোট্ট শিশু কিশোরদের মনেও উপচে পড়া আনন্দ উল্লাস।আর সেই শিশু-কিশোরদের অগ্রভাগে ছিলেন আনাস বিন মালেক আল আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সঙ্গী আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কে নিয়ে মদীনায় আগমন করলেন। ছোট্ট শিশু-কিশোরেরা বিভিন্ন কবিতা আবৃত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কে অভিবাদন জানাতে লাগলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সারিবদ্ধ মানুষের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্তপুরের  মহিলারাও বাড়ির ছাদের উপর বসে বসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমনের মনমুগ্ধকর দৃশ্য দেখছিল। আর একে অপরকে জিজ্ঞেস করছিল যে, "কোনটি তিনি? কোনটি হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?" রাসূলের আগমনের সেদিনটি ছিল এক অবিস্মরণীয় দিন। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে দিনটির কথা ভুলতে পারেননি। তার শতাধিক বছরের জীবনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের সেদিনটি  অবিস্মরণীয় হয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবেমাত্র মদিনায় এসেছেন, এখনো তিনি মদীনা স্থির হতে পারেননি, এই সময় হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর মা রুমাইসা বিনতে মিলহান তাঁর ছোট্ট বালককে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিয়ে বললেন, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আনসারদের মধ্য থেকে প্রতিটি নারী পুরুষ কিছু না কিছু হাদিয়া দিয়েছে। আমি এমন এক হতভাগী যে আমার কাছে এমন কিছুই নেই। যা আপনাকে হাদিয়া দিব। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার এই ছোট্ট বালকটিকে আপনার খেদমতের জন্য উৎসর্গ করছি।  দয়া করে আপনি আমার এই হাদিয়াকে গ্রহণ করুন। তাকে আপনার খাদেম হিসেবে নিয়ে নিন।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশু বালকটিকে পেয়ে খুব খুশি হলেন এবং হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় তাকে গ্রহণ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোমল হাতটি তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন এবং তাকে তার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মাত্র ১০ বছর বয়সেই প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমতের সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত তিনি তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলেন। আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু  দীর্ঘ ১০ বছর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেদমত করেছেন।

১০ বছরে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে বিভিন্ন রকম দিক নির্দেশনা পেয়েছিলেন। যার মাধ্যমে তিনি তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অসংখ্য হাদিস দ্বারা নিজের অন্তরকে পরিপূর্ণ করেছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম আখলাক সম্পর্কে এমন কিছু বিষয় জেনেছিলেন, যা অন্য কেউ জানত না।আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছ থেকে এত পরিমাণ আদর-স্নেহ পেয়েছিলেন যা কোন সন্তান তার পিতামাতার কাছ থেকেও পায়না।

আনাস বিন মালিক রাঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উন্নত চরিত্র ও মহোত্তম স্বভাব দেখে মুগ্ধ হয়েছিলি। আসুন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সেই ছোট্ট খাদেম আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু এর মুখ থেকে শুনি এমন কিছু উত্তম চরিত্র, স্নেহপূর্ণ ব্যবহারের কথা, কেননা, তিনিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চরিত্র সম্পর্কে অনেক বেশি অবগত ছিলেন। আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,,,

"রাসূল সাঃ সর্বোত্তম চরিত্র ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন।" তিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন একদিন আমাকে কোনো একটি কাজে পাঠালেন। আমি কাজের উদ্দেশ্যে বের হলাম এবং পথিমধ্যে দেখলাম যে বাচ্চারা খেলাধুলা করছে। আমিও তাদের সাথে খেলাধুলায় ব্যাস্ত হয়ে গেলাম এবং আমাকে যে কাজের জন্য পাঠানো হয়েছিল সে কাজের কথা ভুলে গেলাম। হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম আমার পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে এবং হালকা ভাবে আমার কাপড় ধরে টানছে। আমি পেছনে তাকিয়ে চমকে উঠলাম দেখলাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, "হে আনাস! তোমাকে যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলাম সেখানে কি যাওনি?"

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম,"হ্যাঁ,এক্ষুনি যাচ্ছি ইয়া রাসূলুল্লাহ্! "

"আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি দশ বছর ধরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে করেছি। আমি যখন কোন ভুল কাজ করেছি কখনোই তিনি বলেননি, হে আনাস! তুমি এটা কেন করলে? এবং যখন কোন কাজ করিনি,,,তখন কখনো তিনি বলেননি যে, তুমি এটা কেন করলে না?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনাস রাদিয়াল্লাহু কে ডাকতেন, তখন তিনি তার নামটিকে অতি আদর মেখে অতি ছোট্ট করে ডাকতেন, ইয়া উনাইস, হে উনাইস! কখনো ডাকতেন, ইয়া আবু উনাইয়া! হে আদরের পুত্র! তিনি তাকে প্রচুর উপদেশ দিতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু আশি বছরের ও বেশি সময় জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি মানুষের অন্তরকে ইলমে নববী দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মানুষের মাঝে দ্বীনের জ্ঞান বিতরণের ব্যস্ত

ছিলেন। সাহাবী ও তাবেঈনদের মধ্যে যখনই কেউ কোন বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তো, যখন ইসলামের কোন বিষয়-বস্তুতে তাদের জটিলতা সৃষ্টি হতো, তখনই তারা সেই বিষয়টি পরিস্কার ভাবে বুঝতে আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট দৌড়ে ছুটে আসত। আর তিনি ইলমে নববীর মাধ্যমে তাদের সকল অস্পষ্টতা কে দূর করে দিতেন।

আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যতদিন বেঁচে ছিলেন, সব সময় তিনি মানুষের সামনে রসুল সাঃ এর কথা বলতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাক্ষাতের দিনটিতে তিনি অনেক আনন্দিত হয়েছিলেন। আবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে বিচ্ছেদের দিনটিতেও তিনি অনেক ক্রন্দন করেছিলেন। এজন্যই তিনি প্রথম যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, সে দিনটির কথা যখন আলোচনা করতেন, তখন তিনি খুব আনন্দিত হতেন। আবার যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের দিনটির কথা আলোচনা করতেন, তখন তিনি অঝোর ধারায় কাঁদতে থাকতেন এবং তার কাছে যারা থাকত তারাও কেঁদে ফেলত। বলতেন আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদীনায় আগমনের দিনটি দেখেছি। আমার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মদিনা ছেড়ে বিদায়ের দিনটিও দেখেছি। এই দুটি দিন কখনো এক হতে পারে না। এই দুটি দিনের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তিনি যেদিন মদিনায় এসেছিলেন, পুরো মদিনা আলোকিত হয়ে গিয়েছিল।আর তিনি যেদিন তাঁর রবের ডাকে সাড়া দিয়ে মদিনা থেকে বিদায় নিয়েছিলেন, পুরো মদিনা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনাস বিন মালিক এর জন্য একাধিকবার দোয়া করেছিলেন। তার মধ্য থেকে একটি দোয়া হল,

"আল্লাহুম্মার ঝুক মা লাও ওয়া ওয়ালাদা ওয়া বারিক লা.......... অর্থ: হে আল্লাহ্! আপনি তাকে সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তার জীবনে বরকত দান করুন।"

আল্লাহ তাআলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই দোয়াকে কবুল করে ছিলেন। আনাস বিন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আনসারদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় এক শতাধিক সন্তান ও নাতির চেহারা দেখে গিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার জীবনে ও বরকত দিয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ এক শতাব্দী এবং এর সাথে আরও তিন বছর জীবিত ছিলেন।

আনাস বিন রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কিয়ামতের মাঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফায়াতের ব্যাপারে তীব্র আশাবাদী ছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন,"আমি কিয়ামতের মাঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে হাজির হয়ে বলবো,ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার দিকে একটু লক্ষ করুন। আমি হচ্ছি আপনার ছোট্ট খাদেম উনাইস!

আমি হচ্ছি আপনার ছোট্ট খাদেম উনাইস। আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন মৃত্যুমুখে উপনীত হলেন তখন তিনি তার পরিবারকে বললেন,"তোমরা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কালেমা তালকিন করো।"

অতঃপর তিনি এই কালেমা পড়তে পড়তে মৃত্যুবরণ করলেন।এবং তিনি নসিহত করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছোট্ট লাঠিটি যেনো তার সঙ্গে কবরে দাফন করে দেওয়া হয় তার কথা মতো লাঠিটি তার কাফনের সাথে জড়িয়ে কবরে দাফন করে দেওয়া হলো।

অভিনন্দন আনাস বিন মালিক আল আনসারী রাঃ এর জন্য।আল্লাহ তায়ালা তার উপর পরিপূর্ণ অনুগ্রহ করেছিলেন। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহচর্যে দীর্ঘ দশটি বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।তিনি ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি, অন্য দুজন হলেন আবু হুরাইরা রাঃ ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাঃ।

আল্লাহ তায়ালা তাকে ও তার মমতাময়ী মা রুমাইসা বিনতে মিলহানকে মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন,আমিন ইয়া রব্বাল আলামীন। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।